A. Audit Methodology

Under technical part emphasis should be given on audit methodology which at least cover following areas:-

Serial no.	Criteria
A	**Time Schedule/ Audit Plan** Final audit report should be submitted by .... and audit plan would cover at least the followings:- a) Starting date b) Draft submission date c) Final report submission date d) Management report submission date, etc.
B	**Audit Coverage:** 1) **Head Office:** Review of Financial Statements (solo & consolidated), Books of Accounts, and function of various departments *i.e.* Accounts Department, Treasury Department, Budget & Expenditure Control Department, Foreign Trade Department, Estate Department and all other departments related to credit management & employees welfare. 2) **Internal control system in bank** 3) **Loan portfolio** (at least cover 90% of the total loans & advances):- • Assessment & documentation • Sanctioning • Collateralization • Disbursement • Monitoring & Supervision • Classification • Provisioning • Rescheduling/Restructuring • Interest charge • Interest waiver & Write-off, etc. 4) **Foreign trade/exchange functioning** • IBP (local & foreign) • Export & import • Remittance • L/C opening, Back to Back L/C (local & foreign) guarantee and all other off balance sheet exposures. 5) Inter branch transaction & reconciliation 6) General banking (account opening, KYC, deposit, TT, DD, MT, etc.) 7) Evaluation of managing core risk in bank 8) Online banking and IT system 9) Others

B. Firm Profile:

ক্রমিক নং	চাহিত তথ্য
১	নিরীক্ষা ফার্মের নাম ও প্রতিষ্ঠার তারিখ
২	নিরীক্ষা ফার্মের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর
৩	ফার্মের বয়স
৪	পার্টনার সংখ্যা (বিস্তারিত তথ্য সহ)
৫	কোয়ালিফাইড একাউনটেন্ট সংখ্যা (বিস্তারিত তথ্য সহ)
৬	পার্টনারদের গড় অভিজ্ঞতা
৭	পার্ট কোয়ালিফাইড ছাত্র সংখ্যা
৮	কোর্স সম্পন্ন ছাত্র সংখ্যা
৯	আর্টিকেলস্ স্টুডেন্টস সংখ্যা
১০	নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা
১১	ব্যাংক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার অভিজ্ঞতাঃ (ছক অনুযায়ী)
১২	বিগত ০৩(তিন) বছরে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার অভিজ্ঞতাঃ
১৩	অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা (সংখ্যা)
১৪	আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নিরীক্ষা ফার্মের সাথে সংশ্লিষ্টতা ঃ(বিস্তারিত তথ্য সহ)
১৫	অফিস ও লজিষ্টিক সাপোর্টঃ (বিস্তারিত তথ্য সহ) ক) অফিস আয়তন খ) কম্পিউটার/ ল্যাপটপ

১৬। নিম্নের ক্রমিক নং ক হতে চ এর জন্য ঘোষণাপত্র এবং ছ' এর জন্য সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবেঃ

ক) সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা ফার্ম অন্য কোন সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংকের বহিঃ নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত নহে;

খ) সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা ফার্ম এবং এর অংশীদারদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের আইনগত ব্যবস্থা চলমান কিংবা ঋণ খেলাপী নহে;

গ) সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা ফার্ম ICAB /Bangladesh Bank / অন্য কোন নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক কালো তালিকাভূক্ত নহে;

ঘ) সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা ফার্মের সাথে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, উর্দ্ধতন নির্বাহী ও তাদের পোষ্যদের কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা নেই;

ঙ) সংশ্লিষ্ট ফার্মের বা উহার কোন অংশীদারের নামে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের কোন শাখায় ঋণ বা দায়দেনা নেই;

চ) সংশ্লিষ্ট অডিট ফার্মের অংশীদার জনতা ব্যাংকের পরিচালক কিংবা ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নহে;

ছ) সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা ফার্মকে হালনাগাদ আয়কর পরিশোধের সনদ দাখিল করতে হবে।

জ) কর্ম-ঘন্টা ও হার উল্লেখসহ নিরীক্ষা ফি উল্লেখ করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা।

Website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং- ৩১

২৫ আষাঢ় ১৪৩১

তারিখ: --------------------

০৯ জুলাই ২০২৪

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

<u>'ব্যাংক-কোম্পানী বহিঃ নিরীক্ষণ বিধিমালা, ২০২৪' জারি প্রসঙ্গে</u>

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ০৯ জুলাই ২০২৪ (২৫ আষাঢ় ১৪৩১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'ব্যাংক-কোম্পানী বহিঃ নিরীক্ষণ বিধিমালা, ২০২৪' শীর্ষক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতদ্‌বিষয়ে ০৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং-বিআরপিডি(টাস্কফোর্স)/৭৪৮/৩/২০২৪-৫৯৮৪ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো।

২. উল্লেখ্য, যে সকল ব্যাংকের হিসাববছর জুলাই মাস হতে শুরু হয় তাদের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিধিমালা ২০২৫-২৬ নিরীক্ষাবছর হতে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তি: ১০ (দশ)

(মোঃ হারুন-অর-রশিদ)

পরিচালক (বিআরপিডি)

ফোন: ৯৫৩০০৯৫

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

<u>প্রজ্ঞাপন</u>

২৫ আষাঢ় ১৪৩১
নং-বিআরপিডি(টাস্কফোর্স)/৭৪৮/৩/২০২৪-৫৯৮৪ তারিখ: -------------------
০৯ জুলাই ২০২৪

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **শিরোনামা ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা **'ব্যাংক-কোম্পানী বহিঃ নিরীক্ষণ বিধিমালা, ২০২৪'** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২০২৫ নিরীক্ষা বৎসর হইতে কার্যকর হইবে।

২। **উদ্দেশ্য ও প্রযোজ্যতা**।- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য হইল ব্যাংক-কোম্পানীসমূহে আর্থিক নিরীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে পেশাদার ও দক্ষ বহিঃ নিরীক্ষক নির্বাচনের শর্তাবলী এবং বহিঃ নিরীক্ষার আওতা নির্ধারণ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ সুনির্দিষ্টকরণ, আর্থিক প্রতিবেদনসমূহে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার যথাযথ প্রতিফলন নিশ্চিতকরণ এবং বহিঃ নিরীক্ষা পরিষেবার মান নিশ্চিতকরণ।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত সকল ব্যাংক-কোম্পানী এবং বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকের জন্য এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

৩। সংজ্ঞা।- (১) বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) 'অফশোর ব্যাংকিং' অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিচালিত বিশেষ ব্যাংকিং কার্যক্রম;

(খ) 'নিরীক্ষা ফি' অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষককে নিরীক্ষণের নিমিত্ত নিয়োগ চুক্তি অনুযায়ী প্রদেয় সম্মানী;

(গ) 'বহিঃ নিরীক্ষা' অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৯ ও কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২১৩ এ যে অর্থে নিরীক্ষা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে;

(ঘ) 'বহিঃ নিরীক্ষক' অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৯ ও কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২১০ এ যে অর্থে নিরীক্ষক শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে;

(ঙ) 'রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা' অর্থ রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পণ্য/সেবা রপ্তানির বিপরীতে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা;

(চ) 'Financial Instrument' সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে International Accounting Standard (IAS)/International Financial Reporting Standard (IFRS) এ 'Instrument' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে;

(ছ) 'Financial Derivatives' সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে IAS/IFRS এ 'Derivatives' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে;

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ ও কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ

৪। **বহিঃ নিরীক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ**।- বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলভুক্ত ব্যাংক ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৯ (১) অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ও তালিকাভুক্ত বহিঃ নিরীক্ষকসমূহের মধ্য হইতে বার্ষিক সাধারণ সভার (বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে স্থানীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক) মাধ্যমে বাৎসরিকভাবে বহিঃ নিরীক্ষক নির্বাচন করিবে এবং অবিলম্বে বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির জন্য আবেদন দাখিল করিবে। ব্যাংকসমূহ নিরীক্ষাধীন হিসাব বৎসরের অষ্টম মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তিসহ বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। আলোচ্য বিধিমালা যথাযথভাবে পরিপালনের শর্ত উল্লেখপূর্বক ব্যাংক বহিঃ নিরীক্ষককে নিয়োগপত্র প্রদান করিবে। নিরীক্ষা কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করিবার স্বার্থে ব্যাংক বহিঃ নিরীক্ষককে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করিবে। প্রয়োজনীয় হিসাব/তথ্যাদি সরবরাহে বিলম্বের কারণে বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু বা সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, একই বহিঃ নিরীক্ষককে একই ব্যাংকে একাদিক্রমে ০৩ (তিন) বৎসরের বেশী সময়ের জন্য নিয়োগ করা যাইবে না। উক্ত ০৩ (তিন) বৎসর সমাপ্তির পর অথবা মধ্যবর্তীকালে বহিঃ নিরীক্ষককে ব্যাংকে পুনঃ নিয়োগ করা না হইলে, উক্ত বহিঃ নিরীক্ষক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পরবর্তী অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

৫। **বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তির জন্য আবেদনপত্রের সহিত আবশ্যিকভাবে দাখিলযোগ্য তথ্য ও দলিলাদি:**

(১) ব্যাংকের আবেদনপত্রে (পরিশিষ্ট-ক মোতাবেক) নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে:

(ক) বহিঃ নিরীক্ষক/বহিঃ নিরীক্ষকসমূহের পূর্ণ নাম;

(খ) নিরীক্ষা বৎসর এবং একাদিক্রমে কততম বৎসরের জন্য বহিঃ নিরীক্ষককে নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(গ) বহিঃ নিরীক্ষণের আওতাভুক্ত ব্যাংকের শাখা/বিভাগ/ইউনিট এর সংখ্যা ও মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা কত অংশ (কমপক্ষে ৮০%) নিরীক্ষিত হইবে তাহার পরিমাণ;

(ঘ) বহিঃ নিরীক্ষককে প্রদেয় মোট নিরীক্ষা ফি এর পরিমাণ (কর্ম-ঘণ্টা ও হার উল্লেখসহ);

(ঙ) চলতি বৎসরের পূর্ববর্তী ০৩ (তিন) বৎসরে ব্যাংকে নিয়োজিত বহিঃ নিরীক্ষকসমূহের তালিকা।

(২) আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে:

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভায় বহিঃ নিরীক্ষক বা বহিঃ নিরীক্ষকসমূহের নির্বাচনের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের কপি (উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত)। বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে স্থানীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষক মনোনয়নের কপি (উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত);

(খ) ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা ব্যাংকের কোনো এজেন্ট বা কোনো প্রতিনিধি এবং ব্যাংকের সহিত আমানত বা ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত অন্য কোনোরূপ স্বার্থের সংশ্লেষ রহিয়াছে এমন ব্যক্তি ব্যাংক-কোম্পানীর বহিঃ নিরীক্ষক বা বহিঃ নিরীক্ষকদলের কোনো সদস্য নহেন মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের লেটার হেডে প্রস্তুতকৃত প্রত্যয়নপত্র;

(গ) ব্যাংক কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষককে প্রদত্ত নিয়োগ প্রস্তাবের প্রত্যয়নকৃত কপি;

(ঘ) প্রদেয় নিরীক্ষা ফি উল্লেখপূর্বক তা The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB)/Financial Reporting Council (FRC) কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন নিরীক্ষা ফি এর কম নহে মর্মে নির্বাচিত বহিঃ নিরীক্ষকের ঘোষণাপত্র;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বহিঃ নিরীক্ষক ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানীতে নিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে নাই মর্মে বহিঃ নিরীক্ষকের ঘোষণাপত্র।

তৃতীয় অধ্যায়
বহিঃ নিরীক্ষার আওতা ও দাখিলযোগ্য প্রতিবেদনসমূহ

৬। **বহিঃ নিরীক্ষার আওতা**।- (১) বহিঃ নিরীক্ষক ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৮ এর অধীনে প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষা বৎসরের সর্বশেষ তারিখ ভিত্তিক ব্যাংকের স্থিতিপত্র, লাভ-ক্ষতির হিসাব ও অন্যান্য হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক উক্ত ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রত্যয়ন করিবে। কোনো ব্যাংকে একের অধিক বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োজিত হইলে, প্রধান কার্যালয় যৌথভাবে নিরীক্ষিত হইবে এবং কোন্ শাখা কোন্ বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে উহা যৌথ সম্মতিক্রমে বহিঃ নিরীক্ষকগণ নির্ধারণ করিবে।

(২) ব্যাংকে নিয়োজিত বহিঃ নিরীক্ষক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করিবে:

(ক) **অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন:** ব্যাংকে নিয়োজিত হইয়া নিরীক্ষা বৎসরের নবম মাস ভিত্তিক একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিবে এবং তাহা নিরীক্ষা বৎসরের সর্বশেষ তারিখের মধ্যে দাখিল করিবে। উক্ত প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে বহিঃ নিরীক্ষক মতামত প্রদান করিবে:

(১) ঋণ শ্রেণিকরণ ও ঋণের বিপরীতে রক্ষিতব্য সংস্থান সংক্রান্ত অনিয়ম;

(২) অন্যান্য সম্পদ এবং বিনিয়োগের শ্রেণিকরণ ও উহার বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশনসহ অন্যান্য প্রভিশন বিষয়ক চিহ্নিত অনিয়ম;

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকৃত তথ্য/বিবরণীতে (Regulatory Reporting) প্রাপ্ত অনিয়ম;

(৪) শ্রেণিকৃত/খেলাপী ঋণের তথ্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে যথাসময়ে উহা দাখিল করা হইয়াছে কি না ও উহার সঠিকতা;

(৫) অন্যান্য বিষয়াদি, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিতকরণ প্রয়োজন মর্মে বহিঃ নিরীক্ষকের নিকট প্রতীয়মান হয়।

(খ) **ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনঃ** বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক প্রণীত ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে মতামত প্রদান করিতে হইবেঃ

(১) ঋণ শ্রেণিকরণ, ঋণের বিপরীতে রক্ষিতব্য সংস্থান ও মুনাফা হিসাবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালিত হইয়াছে কি না;

(২) নিরীক্ষাধীন শাখাসমূহের অবলোপনকৃত, পুনঃ তফসিলকৃত/পুনঃ গঠিত ঋণ হিসাব, মওকুফকৃত সুদ সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক এতদ্‌সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার/লেজার সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালিত হইয়াছে কি না;

(৩) নিরীক্ষাধীন বৎসরের মোট অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ, তাহা হইতে আদায়ের পরিমাণ এবং আদায়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর কি না;

(৪) রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার আবেদনপত্র নিরীক্ষণে কোনো অনিয়ম/নির্দেশনার ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না;

(৫) দেশের প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসারে সকল ধরনের প্রযোজ্য রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হইয়াছে কি না;

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী নস্ট্রো হিসাব যথাযথভাবে সমন্বয় করা হইয়াছে কি না;

(৭) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৫গ অনুসারে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর রহিয়াছে কি না এবং তাহা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা হইতে স্বাধীন কি না; এই ক্ষেত্রে কোনো গুরুতর ত্রুটি বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না;

(৮) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিশদ ও বিশেষ পরিদর্শনে প্রাপ্ত অনিয়মসমূহ নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে কি না;

(৯) বিগত বৎসরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় এবং বিধিবদ্ধ অন্যান্য নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়মসমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে কি না;

(১০) ব্যাংকের সুশাসন (Good Governance) ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না;

(১১) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াদি।

(গ) **বিশেষ প্রতিবেদনঃ** ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৯(৪)-এ উল্লিখিত বিষয়াবলী অর্থাৎ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর কোনো ধারা বা নির্দেশনার লংঘন হইলে, বা কোনো অসততা ও প্রতারণা সংক্রান্ত ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হইলে (যে সময়কালেই সংঘটিত হউক না কেনো যদি তাহা আর্থিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত নাও হইয়া থাকে), বা ব্যাংকের সংরক্ষিত মূলধন আবশ্যক মূলধনের ৫০ শতাংশের নিচে নামিয়া গেলে বা নামিবার সম্ভাবনা তৈরি হইলে, বা পাওনাদারদের পাওনা প্রদানের নিশ্চয়তা বিঘ্নিত হইলে, বা কোনো গুরুতর অনিয়ম ঘটিলে, বা পাওনাদারগণের পাওনা মিটাইবার জন্য ব্যাংক-কোম্পানীর সম্পদ যথেষ্ট কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে বহিঃ নিরীক্ষক অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে বিশেষ প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত করিবে।

(ঘ) **চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ** ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৯(৩) ও কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২১৩ এ উল্লিখিত বিষয়াবলী এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী উল্লেখপূর্বক সুস্পষ্ট মন্তব্য/মতামতসহ প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী সম্বলিত চূড়ান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবেঃ

(১) আর্থিক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত বিধি-বিধানসহ IFRS/IAS অনুযায়ী নির্ধারিত মানসম্পন্ন হইয়াছে কি না;

(২) মূলধন, সঞ্চিতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীট সঙ্গতি, নগদ অর্থ ও তরল সম্পদ বিধি অনুযায়ী সংরক্ষণ করা হইয়াছে কি না;

(৩) ব্যাংকের সম্পদ এবং দায়ের ম্যাচুরিটির মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্যতা রহিয়াছে কি না যাহা পরবর্তীতে ব্যাংকের তারল্যে নেতিবাচক প্রভাব রাখিতে পারে;

(৪) নিরীক্ষাধীন বৎসরের ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণে প্রযোজ্য বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসৃত হইয়াছে কি না;

(৫) মুনাফা স্ফীত করার লক্ষ্যে কোনো চাতুরী বিন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে কি না;

(৬) ব্যাংকের অ-ব্যাংকিং সম্পদসমূহ বিধি মোতাবেক হিসাবায়ন করা হইয়াছে কি না;

(৭) ঋণের শ্রেণিকরণ, ঋণের বিপরীতে রক্ষিতব্য সংস্থান, সুদ মওকুফ ও স্থগিত সুদ নিরূপণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালিত হইয়াছে কি না;

(৮) নিরীক্ষাধীন বৎসরে কোনো গুরুতর অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে কি না;

(৯) এই বিধিমালার বিধি ৭(১) ও ৭(২) এ উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে কি না;

(১০) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১৫গ অনুসারে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর রহিয়াছে কি না এবং তাহা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা হইতে স্বাধীন কি না; এই ক্ষেত্রে কোনো গুরুতর ত্রুটি বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না;

(১১) সাবসিডিয়ারি কোম্পানী ও শেয়ারবাজারে ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ বিধিসম্মত কি না এবং এইক্ষেত্রে উদ্ভূত ঝুঁকিসমূহ সঠিকভাবে নির্ণীত হইয়াছে কি না;

(১২) বিভিন্ন Financial Instrument এর হিসাবায়নে হিসাবরক্ষণের নীতি সঠিকভাবে পরিপালিত হইয়াছে কি না;

(১৩) দেশে প্রচলিত আইন ও বিধিমালার নির্দেশনা লঙ্ঘিত হইবার ঘটনা ঘটিয়াছে কি না;

(১৪) ব্যাংকের ঝুঁকির পরিমাণ, কার্যপরিধি ও কর্মকৌশল এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরে প্রকাশিত আর্থিক বিবরণীর সহিত পরিমাণগত ও গুণগত ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হইয়াছে কি না;

(১৫) পরিচালন ব্যয় ও সম্পদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতির প্রতিপালন এবং উহার হিসাবায়ন যথাযথভাবে হইয়াছে কি না।

বহিঃ নিরীক্ষণে উপরে উল্লিখিত কোনো বিষয়ে যদি অসন্তোষজনক কিছু পাওয়া না যায় সেই ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উক্ত বিষয়ে স্পষ্ট মতামত প্রদান করিতে হইবে।

(ঙ) অন্যান্য প্রতিবেদনঃ আইনগত বা রেগুলেটরি বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে বহিঃ নিরীক্ষক উল্লিখিত প্রতিবেদনসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) অন্যান্য বিষয়াদিঃ

(ক) বহিঃ নিরীক্ষক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদসমূহ নিরীক্ষা করিবে, যাহা কোনোভাবেই মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ৮০% এর কম হইবে না। এতদক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের উর্ধ্বক্রমানুসারে প্রথম ১০ (দশ) টি শাখার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করিতে হইবে;

(খ) বহিঃ নিরীক্ষক নিরীক্ষা কার্যের প্রয়োজনে স্থিতিপত্র, লাভ-ক্ষতির হিসাবসহ হিসাব সংক্রান্ত যে কোনো কাগজপত্র/তথ্যাদি সংগ্রহ ও যাচাই করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তির নিকট তথ্যানুসন্ধান করিতে পারিবে;

(গ) বহিঃ নিরীক্ষার কার্য প্রচলিত নিয়ম/বিধি মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদনের প্রয়োজনে কোনো সভা আহ্বান করা হইলে উক্ত সভায় বহিঃ নিরীক্ষককে অবশ্যই উপস্থিত থাকিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ নিরীক্ষণ

৭। (১) বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে বহিঃ নিরীক্ষক মতামত প্রদান করিবেঃ

(ক) আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশিত বিধি-বিধানের ব্যত্যয় হইয়াছে কি না; বিশেষতঃ আন্ডার ইনভয়েসিং ও ওভার ইনভয়েসিং রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ পরিপালিত হইয়াছে কি না;

(খ) রপ্তানি বিল ডিসকাউন্টিং/নেগোসিয়েশন/ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থায়ন করা হইয়াছে কি না;

(গ) আমদানির বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রায় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিপালনীয় বিধি-বিধানের ব্যত্যয় হইয়াছে কি না;

(ঘ) প্রাধিকারভুক্ত কিংবা বিশেষ অনুমোদনের আওতায় বহির্মুখী রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে যথানিয়মে উৎসে-কর ও ভ্যাট কর্তনসহ নির্দেশিত বিধি-বিধানের ব্যত্যয় হইয়াছে কি না;

(ঙ) বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুঁকি যেমনঃ বাজার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, ঋণ ঝুঁকি, পরিপালনগত ঝুঁকি, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি, সুনাম ঝুঁকি, পরিচালনগত ঝুঁকি, এবং সমন্বয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যথাযথ কি না;

(চ) আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদি যাচাই করতঃ প্রকৃত অর্থে পণ্য দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না;

(ছ) রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদি যাচাই অন্তে সংশ্লিষ্ট রপ্তানি কার্যক্রম বিধি মোতাবেক সম্পাদিত হইয়াছে কি না;

(জ) প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য দ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব সমন্বয় না করিয়া সরাসরি গ্রাহকের হিসাবে জমা করিবার ঘটনা ঘটিয়াছে কি না;

(ঝ) অফশোর ব্যাংকিং লেনদেন সংক্রান্ত পরিপালনীয় আইন ও বিধি-বিধানের ব্যত্যয় হইয়াছে কি না;

(ঞ) বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিয়াছে কি না এবং এই ক্ষেত্রে কোনো গুরুতর ত্রুটি বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না;

(ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের এই সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা ব্যাংক কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসৃত হইয়াছে কি না;

(ঠ) অন্তর্মুখী রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনা যথাযথভাবে প্রদান, হিসাবভুক্তকরণ ও পুনঃ দাবি করা হইয়াছে কি না।

(২) অন্যান্য বিষয়াদিঃ

(ক) Financial Derivatives, Standby Letter of Credit, ব্যাংক গ্যারান্টি, ঋণপত্র, ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র ও অন্যান্য Off-balance Sheet দফাসমূহের অংকের পরিমাণ এবং প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া উহা হইতে উদ্ভূত সম্ভাব্য বৈদেশিক মুদ্রায় দায় পরিশোধে ব্যাংকের ঝুঁকি নিরূপণ করিতে হইবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডের তথ্য প্রদানসহ অন্য সকল প্রতিবেদন সঠিকভাবে ও যথাসময়ে দাখিলে কোনো ব্যত্যয় হইয়াছে কি না সেই বিষয়ে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করিবে।

(৩) বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন ও ঋণ সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়াদি বহিঃ নিরীক্ষার নিমিত্ত এতদ্‌সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিরীক্ষা দলে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৮। **রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা নিরীক্ষণ সংক্রান্ত বিধানাবলী**।- (১) বহিঃ নিরীক্ষক হিসেবে কোনো ব্যাংকে নিয়োজিত নিরীক্ষক একই ব্যাংকে রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার আবেদনপত্র নিরীক্ষণে যুগপৎভাবে নিয়োজিত হইতে পারিবে না। রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা প্রযোজ্য হইবে।

(২) রপ্তানি প্রণোদনা/রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তার বিষয়ে ব্যাংক নিরীক্ষণে নিয়োজিত বহিঃ নিরীক্ষক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা ও প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসৃত হইয়াছে কি না তাহা নমুনা ভিত্তিতে পরীক্ষা করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বহিঃ নিরীক্ষার মান

৯। **নিরীক্ষা মান নিয়ন্ত্রণ**।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ও তালিকাভুক্ত সকল বহিঃ নিরীক্ষক ব্যাংক নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষণের মান (International Standards on Auditing) সমুন্নত রাখিতে যথাযথ নীতি/পদ্ধতির পরিপালন নিশ্চিত করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনান্তে বহিঃ নিরীক্ষার গুণগতমান মূল্যায়ন করিতে পারিবে, যাহা বহিঃ নিরীক্ষকের পরবর্তী তালিকাভুক্তিতে বিবেচিত হইবে।

১০। **পেশাগত নৈতিকতা**।- (১) ব্যাংকে নিয়োজিত সকল বহিঃ নিরীক্ষককে Financial Reporting Council, Bangladesh কর্তৃক পরিগৃহীত Code of Ethics অনুসারে পেশাগত নৈতিকতা বজায় রাখিতে হইবে।

(২) বহিঃ নিরীক্ষককে Financial Reporting Council, Bangladesh কর্তৃক পরিগৃহীত আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

১১। **নিরীক্ষকের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা**।- (১) আইনগত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান অনুসারে ব্যাংকের অডিট কমিটি বহিঃ নিরীক্ষককে নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(২) ব্যাংকে নিয়োজিত বহিঃ নিরীক্ষক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে নিরীক্ষাধীন বৎসরে Asset Valuation, Corporate Governance, Tax Consultation ইত্যাদি কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত হইতে পারিবে না এবং ব্যাংকে আমানত ও ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত সকল ধরনের আর্থিক, ব্যবসায়িক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সংক্রান্ত বা অন্য যে কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকিবে না, যাহাতে বহিঃ নিরীক্ষকের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়।

(৩) বহিঃ নিরীক্ষক বহিঃ নিরীক্ষা পদ্ধতি, নিরীক্ষাকালে সম্মুখীন হওয়া বাধাসমূহ এবং তাহা প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(৪) বহিঃ নিরীক্ষক কোনো অবস্থাতেই পক্ষপাতদুষ্ট বা বাহ্যিক কোনো চাপের বশবর্তী হইয়া মতামত প্রদান করিবে না এবং সর্বত স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা কার্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিহার করিবে।

১২। **স্বার্থের দ্বন্দ্ব**।- (১) কোনো ব্যাংকে নিয়োজিত বহিঃ নিরীক্ষক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৯(১), ৩৯(২) ও ৩৯(৩) এ অর্পিত দায়িত্ব, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২১৩ এ উল্লিখিত বিষয়াবলী, এই বিধিমালায় উল্লিখিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে সময় সময় নির্দেশিত দায়িত্ব ব্যতীত অন্য কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত হইতে পারিবে না।

(২) ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৮ অনুসারে একটি তালিকাভুক্ত বহিঃ নিরীক্ষক বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনকালে এমন কোনো কাজে নিয়োজিত হইতে পারিবে না যাহা স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি করিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ

১৩। **তফসিলি ব্যাংকের বহিঃ নিরীক্ষার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ।-** (১) বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় ব্যাংক-কোম্পানীসমূহে বহিঃ নিরীক্ষার জন্য অনুমোদিত বহিঃ নিরীক্ষকের তালিকা প্রণয়ন করিবে এবং তাহা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

(২) উত্তম নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বহিঃ নিরীক্ষকসমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় তাহাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

(৩) ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক সূচকসমূহ পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোনো ব্যাংকে উক্ত ব্যাংকের স্বীয় খরচে একাধিক বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৯খ এর বিধান অনুসারে বহিঃ নিরীক্ষককে অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৫) এতদ্ব্যতীত, যদি কোনো বহিঃ নিরীক্ষক কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর কোনো বিধান বা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর কোনো বিধান বা আলোচ্য বিধিমালার কোনো বিধি বা বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো সার্কুলার/নির্দেশনা অমান্য/লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত বহিঃ নিরীক্ষককে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া অনুমোদিত বহিঃ নিরীক্ষকের তালিকা-বহির্ভূত করিতে পারিবে।

(৬) উপবিধি (৫) এর আওতায় কোনো বহিঃ নিরীক্ষককে অনুমোদিত বহিঃ নিরীক্ষকের তালিকা-বহির্ভূত করা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক হালনাগাদ তালিকা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করিবে।

১৪। **বহিঃ নিরীক্ষকের পদ শূন্য হওয়া।-** (১) ব্যাংকে নিয়োজিত কোনো বহিঃ নিরীক্ষককে এই বিধিমালার বিধি ১৩(৫) অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বহিঃ নিরীক্ষকের তালিকা-বহির্ভূত করা হইলে, উক্ত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বহিঃ নিরীক্ষকের পদটি সাময়িকভাবে শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২১০(৭) অনুসারে উক্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নতুন বহিঃ নিরীক্ষক নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। নতুন বহিঃ নিরীক্ষকের চূড়ান্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধি ৪ ও ৫ (বার্ষিক সাধারণ সভা সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা ব্যতীত) অনুসরণীয় হইবে।

(২) উপবিধি (১) ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বহিঃ নিরীক্ষকের শূন্য পদ পূরণে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৫। **পুনঃ নিরীক্ষা।-** যদি কোনো ব্যাংকের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, উক্ত ব্যাংকের বহিঃ নিরীক্ষা সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় নাই বা ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সময়ের লাভ-ক্ষতির হিসাব নিরীক্ষিত প্রতিবেদনে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় নাই, বা বহিঃ নিরীক্ষকের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালিত হয় নাই তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক ভিন্ন বহিঃ নিরীক্ষক নির্ধারণ করতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের খরচে নতুনভাবে বহিঃ নিরীক্ষা সম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

১৬। **নিরীক্ষা ফি নির্ধারণ**।- বহিঃ নিরীক্ষকের নিয়োগপত্রে মোট কর্ম-ঘণ্টার পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং কর্ম-ঘণ্টার সহিত নিরীক্ষা ফি এর সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে সাকুল্য নিরীক্ষা ফি কোনোভাবেই The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB)/Financial Reporting Council (FRC) কর্তৃক ব্যাংক বহিঃ নিরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সর্বনিম্ন নিরীক্ষা ফি হইতে কম হইবে না।

১৭। **দলিলপত্র সংরক্ষণ**।- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরীক্ষা মান (ISA) অনুসারে বহিঃ নিরীক্ষক আবশ্যিকভাবে নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবে। এতদ্ব্যতীত, নিরীক্ষাকালে কোনো অনিয়ম/ত্রুটি চিহ্নিত হইলে সেই বিষয়ক প্রমাণক দলিলাদিও আইন ও বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৮। **ব্যাংকের জন্য বহিঃ নিরীক্ষণ সংক্রান্ত সার্কুলার রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকের জন্য ইতঃপূর্বে জারিকৃত বহিঃ নিরীক্ষণ সংক্রান্ত বিসিডি সার্কুলার লেটার নং ৩৩ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯২ ও বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং ১২ তারিখ ১১ জুলাই ২০০১ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপবিধি (১) এর অধীনে রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত সার্কুলার লেটারদ্বয়ের অধীন কৃত সব কিছু বা তদধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত সকল ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন এমনভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যেন উহা কৃত বা গৃহীত হইবার তারিখে এই বিধিমালা বলবৎ ছিল।

১৯। **বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ দানের ক্ষমতা**।- বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থে এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সময় সময় প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করিতে পারিবে।

ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিশিষ্ট-ক

সূত্র নং ... ...

তারিখ ... ...

পরিচালক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা

প্রিয় মহোদয়,

২০... সালের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

বিগত ... ... তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের ... ... সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি সাপেক্ষে ... ... (ব্যাংকের নাম) ... ... এর ... ... তারিখে সমাপ্য বছরের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার জন্য নিম্নোক্ত বহিঃ নিরীক্ষক/বহিঃ নিরীক্ষকসমূহকে একক/যৌথভাবে বহিঃ নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে:

ক্রম	বহিঃ নিরীক্ষকের নাম	বহিঃ নিরীক্ষকের ঠিকানা	একাদিক্রমে কততম বারের জন্য নিয়োগ	নিরীক্ষণ আওতাভুক্ত শাখা/বিভাগ/ইউনিট এর সংখ্যা ও মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কত শতাংশ নিরীক্ষিত হইবে	প্রদেয় মোট নিরীক্ষা ফি (কর্ম-ঘণ্টা ও হার উল্লেখসহ)
১					
২					

২. চলতি বৎসরের পূর্ববর্তী ০৩ (তিন) বৎসরে ব্যাংকে নিয়োজিত বহিঃ নিরীক্ষকসমূহের তালিকা: ১. ... ...
২. ... ...
৩. ... ...

৩. বর্ণিতাবস্থায়, উল্লিখিত বহিঃ নিরীক্ষক/বহিঃ নিরীক্ষকসমূহকে 'ব্যাংক-কোম্পানী বহিঃ নিরীক্ষণ বিধিমালা, ২০২৪' অনুসরণপূর্বক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা সাপেক্ষে এ ব্যাংকের ... ... তারিখে সমাপ্য বছরের আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার নিমিত্তে বহিঃ নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগের বিষয়ে উক্ত বিধিমালার বিধি ৪ অনুসারে সদয় অনাপত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তি:
'ব্যাংক-কোম্পানী বহিঃ নিরীক্ষণ বিধিমালা, ২০২৪' এর
বিধি ৫(২) এর দফা (ক),(খ),(গ),(ঘ) ও (ঙ)-তে
বর্ণিত দলিলাদি;

(... ... ...)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ব্যাংকের নামঃ ... ...
ব্যাংকের ঠিকানাঃ ... ...
ফোন নংঃ ... ...